পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং(দ্বিতল), ৬৩, এন.এস. - রোড
কলকাতা- ৭০০ ০০১

পত্রাঙ্ক নং: ৬৩০১(৩৬)/আর. ডি./এস. জি. এস. ওয়াই./১৯সি-৪ /২০০০ তারিখ: ২৫/৮/২০০৮

প্রেরক: **ড: মানবেন্দ্র নাথ রায়, আই. এ. এস.**
প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক: (১-১৮) **সভাধিপতি,**
----------জেলা / মহকুমা পরিষদ।

(১৯-৩৬) **জেলা শাসক,**
---------- জেলা ।

মহাশয়/মহাশয়া,

বিগত ১৮.০৬.০৮ তারিখের স্মারক নং - এস.পি.আর.ডি- ৬৬৬-০৮/১৯সি-৪/২০০০(পার্ট-২) পত্র মারফত এস.জি.এস.ওয়াই (স্বর্ন জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা) কর্মসূচীর সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং এই যোজনার আওতায় ঋণের লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়গুলি ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় উন্নতিসাধনের জন্য জরুরীভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা অবহিত করা হয়েছে। সেগুলি হল, দ্বিতীয় মূল্যায়নে (2nd grading) উত্তীর্ণ স্বনির্ভর দলগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক ঋণের বাবস্থা, প্রথম মূল্যায়নে (1st grading) উত্তীর্ণ দলগুলির ক্ষেত্রে ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্টের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার সুযোগ এবং সময়মতো দলগুলির মূল্যায়নের (Grading) ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(১) <u>দ্বিতীয় মূল্যায়নে সফল দলগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ</u>:-

জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের সভায় চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১০,০০০ দলকে প্রকল্পভিত্তিক ঋণের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল।কিন্তু ২০০৮-এর জুলাই পর্যন্ত ৭৬৭টি দলকে প্রকল্প ঋণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গত বছর প্রায় ৩,০০০ দলকে প্রকল্প ঋণের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল এবং ধার্যমাত্রা ২০০ কোটি টাকার পরিবর্তে মাত্র ৩৮ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হয়েছে। এই বছরে ২৮৩ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। কিন্তু ২০০৮-এর জুলাই পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছে মাত্র ১০ কোটি টাকা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় মূল্যায়নে সফল প্রায় ২৯,০০০ দলকে এখনও পর্যন্ত প্রকল্প ঋণের আওতায় আনা যায় নি যদিও বেশির ভাগ দলেরই ঋণের প্রয়োজন আছে এবং এই দলগুলি নিজেদের রোজগার বাড়ানোর জন্য অপেক্ষাকৃত বড় প্রকল্পের সুযোগ নিতে সক্ষম। এদের মধ্যে যদি এক-তৃতীয়াংশ সক্ষম দলগুলিকেও প্রকল্পভিত্তিক ঋণের জন্য অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলে প্রায় একলক্ষ দরিদ্র পরিবারের উপার্জন বাড়ানো সম্ভব হবে । জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের জেলা আধিকারিকরা যাতে দ্বিতীয় মূল্যায়নে সফল দলগুলিকে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, প্রকল্প ঋণ পাওয়ার জন্য সক্ষম দলগুলিকে চিহ্নিত করেন,

প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন এজন্য জেলা প্রকল্প আধিকারিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন, পরিকাঠামো এবং বাজারজাত দ্রব্যের বিপণনের যাবতীয় সহায়তার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। মূল কাজ হল যোগ্য স্বনির্ভর দলগুলির অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রকলপগুলি ঋণের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রস্তাব পাঠানো এবং প্রয়োজন নিয়মিত তদারকি ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

(২) প্রথম মূল্যায়নে সফল দলগুলির ক্ষেত্রে ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্টের অধিকতর সুযোগ :-

২০০৮ এর জুন মাস পর্যন্ত ১,৩৯,২৯৮ স্বনির্ভর দলের ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট খোলা হয়েছে। যেখানে প্রথম মূল্যায়নপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলের সংখ্যা ১,৭২,৭৯৭ এবং ১,৬৭,২৪২ সংখ্যক দল ডি.আর.ডি.সি থেকে আবর্তণীয় তহবিল পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে , ২০০৮-এর মার্চের শেষে প্রথম মূল্যায়নপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলের সংখ্যা ছিল১,৬৯,৯৪০। এটা লক্ষ্যণীয় যে তিন মাস বা তার ও বেশী সময় অতিক্রান্তের পরেও ৩০,০০০ স্বনির্ভর দলের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট খোলেনি যদিও এই দলগুলির জন্য আবর্তণীয় তহবিল ছাড়া হয়েছে । এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যাঙ্কে ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট কিন্তু আবর্তণীয় তহবিল পাওয়ার আগেই খোলা আবশ্যক। স্বনির্ভর দলগুলির ক্ষেত্রে ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটির মাধ্যমেই ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য স্বনির্ভর দলগুলির টাকা ব্যবহার / খাটানো এবং আয় বাড়ানোর প্রক্রিয়াটি শুরু হয়।

এখনও পর্যন্ত দলগুলির ক্ষেত্রে ক্যাশ ক্রেডিটের সীমা ধার্য হয়েছে ৩৭০ কোটি টাকা। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণ হওয়া উচিত ৭০০ কোটি টাকা। বছরের শেষে ব্যাঙ্কগুলি ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্টের পর্যলোচনা না করার ফলে অনেক ভাল এবং সক্রিয় দলগুলির ক্যাশ ক্রেডিটের সীমার পরিমাণ একই থেকে যাচ্ছে। অধিক সংখ্যক দলকে ক্যাশ ক্রেডিট আওতায় আনা এবং একই সঙ্গে উপযুক্তরূপে ঋণের উর্দ্ধসীমা বাড়ানো এ মুহূর্তে বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে । এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে , দলগুলি ক্যাশ ক্রেডিট সুযোগের সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে নিয়মিত ঋণ পরিশোধও করবে। ব্যাঙ্ক ও তার বিভিন্ন শাখা অনুযায়ী সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে দলগুলির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

(৩) স্বনির্ভর দলগুলির মুল্যায়ন (গ্রেডিং) :-

আনুমানিক প্রয় ৪৪,০০০ দল প্রথম মূল্যায়নের জন্য এবং ১.২ লক্ষের বেশী প্রথম মূল্যায়নে সফল স্বনির্ভর দলগুলি দ্বিতীয় মূল্যায়নের জন্য তৈরী আছে। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৫,৪৬৫ এবং ১,৮৩৫টি দলের। দলগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার জন্য জরুরীভিত্তিতে সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হলে অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীই প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পাবে না।

আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে , এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি না হওয়ার কারণগুলি পর্যালোচনা করে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করুন। যে সমস্ত সমস্যার সমাধান রাজ্যস্তরে সম্ভব, সেগুলি সুনির্দিষ্টভাবে এবং ব্যাঙ্ক শাখার নাম উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাতে হবে।

জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের প্রকল্প আধিকারিকদেরও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা স্বনির্ভর দলগুলির ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্বন্ধে মৌলিক ধ্যান-ধারণা, ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট থেকে প্রাপ্ত ঋণ, প্রকল্প

ঋণের সদ্ব্যবহার, এবং প্রকল্প সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দলগুলির প্রশিক্ষণের আয়োজন করার পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন যাতে দলগুলি তাদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলি সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং যেগুলি তাদের জন্য নির্দিষ্ট অথচ তাদের কাছে পৌঁছয় নি সেগুলি আদায় করার জন্য তারা দাবী জানাতে পারে।

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী যার মাধ্যমে গ্রামীণ বাংলার দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সাথে মহিলাদের সশক্তিকরণ ও ক্ষমতায়নের প্রসার সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা এই কর্মসূচীর সফল রূপায়নে সহায়ক হবে।

ভবদীয়
স্বা:-
(মানবেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব
পশ্চিম বঙ্গ সরকার ।

পত্রাঙ্ক নং:৬৩০ ১(৩৬)/ ১./৩৬০/আর. ডি./এস. জি. এস. ওয়াই./ ১৯সি- ৪/২০০০ তাং-২৫/৮/২০০৮

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পাঠানো হল:

১- ১৮) প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা, ---------- জেলা / মহকুমা পরিষদ

১৯-৩৬০) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক.---------- ব্লক (সকল)।

(দিলীপ ঘোষ)
বিশেষ সচিব
পশ্চিম বঙ্গ সরকার।